ইভেন্টস্

বালিয়াকান্দির খামারি ও তরুণ উদ্যোক্তাদের নিবন্ধিত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার শপথ

২০১৯ সালে সারা বিশ্বে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) সংক্রমনে ১২ (বার) লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে বলে এক গবেষণা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রখ্যাত সাময়িকী ল্যানসেটে । এর বাইরেও ৫০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে এএমআর সম্পর্কিত নানা অসুখে। গবেষণায় এএমআর কে মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সারা বিশ্বের ২০৪ টি দেশে পরিচালিত গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলছেন - শিশুরা সবচেয়ে এএমআর ঝুঁকিতে রয়েছে এবং এএমআর জনিত মৃত্যুতে প্রতি পাঁচজনের একজন শিশু, যাদের বয়স পাঁচের নিচে।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উচ্চ মাত্রার এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) ঝুঁকিতে রয়েছে। মনুষ্য ও প্রাণির শরীরে অপ্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার (নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া), পশু-পাখির খাবার ও মৎস্য সেক্টরে অবাধ ও অযাচিত এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার আমাদের দেশকে উচ্চ মাত্রার এএমআর ঝুঁকির দেশে পরিণত করার আশংকা তৈরি করছে।

'বাংলাদেশের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রন ও গবেষনা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এর এক চলমান গবেষনায় উঠে এসেছে যে দেশে প্রচলিত এন্টিবায়োটিকের মধ্যে অন্তত ১৭ টির কার্যক্ষমতা অনেকাংশে কমে গেছে' [বিবিসি-২৩ জানুয়ারি ২০২২] । গত ১০ বছরে সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে আমাদের দেশ গবাদিপশুর মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও এ সেক্টরের খামারিদের গবাদিপশুর উপর অপ্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার আমাদের দেশে এএমআর-এর ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। যা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য ভয়ানক হুমকি তৈরি করতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাইকার যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি), উপজেলা পরিষদ, বালিয়াকান্দির এর সহায়তায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, বালিয়াকান্দি এর বাস্তবায়নে ২৬ অক্টোবর ২০২২ খ্রিঃ থেকে ০৪ নভেম্বর ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৪ জন খামারি ও তরুণ উদ্যোক্তাকে নিয়ে ১০ দিন ব্যাপী "গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য তৈরি এবং এন্টিমাক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) সচেতনতার মাধ্যমে টেকসই খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডাঃ খায়ের উদ্দীন আহমেদ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালক, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী কর্তৃক "এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) এর ভয়াবহতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে ২৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তিনি বলেন- "এন্টিবায়োটিক ব্যবহার ও এন্টিমাক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) বিষয়ে এখনই সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে করোনার চেয়ে ভয়াবহ মহামারী আসতে পারে। ব্রিটেনের স্বাস্থ্য বিভাগ এন্টিমাক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) কে গোপন মহামারী হিসেবে ঘোষনা করেছে। ছোটখাটো অসুখে না বুঝে এন্টিবায়োটিকের নির্বিচার ব্যবহারের ফলে মারাত্মক অসুখের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা কমে যায়।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত প্রায় ১৭ টি এন্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা অনেকাংশে কমে গেছে। ফলে বর্তমানে কার্যকরী যেসকল এন্টিবায়োটিক রয়েছে সেগুলো ব্যবহারে অধিক সতর্ক হতে হবে। যেহেতু এএমআর এর কারণে শিশুরা অধিক ঝুকিপূর্ণ তাই নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এন্টিবায়োটিক মনুষ্য ও প্রাণির উপর প্রয়োগ করা যাবে না। ল্যানসেটে প্রকাশিত গবেষণার তথ্য মতে- ২০১৯ সালে এএমআর-এ সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে দক্ষিণ এশিয়ায়। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিক সতর্ক হতে হবে, না হলে সামনের দিনগুলোতে ভয়াবহ মহামারী আমাদের অস্তিত্বের সংকট তৈরি করতে পারে"।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গবাদিপশু ও হাসঁ-মুরগির শ্রেণী বিন্যাস ও জাত পরিচিতি, প্রাণির পরিপাকতন্ত্র , বিভিন্ন খাদ্য উপদান ও এর বর্ণনা, খাদ্যের প্রকারভেদ ও ব্যবহার, গবাদিপশুর বাসস্থান, ইউএমএমবি/ইউএমবি এর উপকারিতা, ইউএমএমবি/ ইউএমবি এর তৈরিকরণ পদ্ধতি ও বাজারজাতকরণ, ইউএমএস তৈরিকরণ পদ্ধতি ও বাজারজাতকরণ, সুষম দানাদার খাবার, বয়স ও ওজন ভিত্তিক খাবার প্রদান, সুষম দানাদার খাবার তৈরিকরণ পদ্ধতি, হে ও সাইলেজ তৈরি পদ্ধতি, হাইড্রোপনিক ঘাস চাষ এর গুরুত্ব, ব্যবহার এবং চাষ পদ্ধতি, প্রাণির মেটাবোলিক রোগ ও প্রতিকার, ইনফেকশাস রোগ ও প্রতিকার, জুনোটিক ডিজিজ ও প্রতিকার,

এএমআর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা, এএমআর এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সমাধান, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন ও এএমআর, প্রাণিজ আমিষের উৎস ও এর গুণাগুন, রেশন ও রেশন ফরমুলেশন পদ্ধতি, প্রাণির বয়স ভিত্তিক সুষম খাবার, বিভিন্ন প্রকার ঘাস চাষ ও ঘাসের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে হাতে-কলমে ধারনা দিতে তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, অডিও ভিউজুয়্যাল, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের ব্যবহার এবং গবাদি ও দুগ্ধজাত উন্নয়ন খামার, ফরিদপুর পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের (খামারি ও তরুন উদ্যোক্তা) উন্নত প্রজাতির প্রাণী পালনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন টেকসই প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি ঘটানো এবং সর্বোপরি অপ্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার কমিয়ে টেকসই মডেল ফার্মিং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

এক নজরে গবাদি ও দুগ্ধজাত উন্নয়ন খামার, ফরিদপুর পরিদর্শন

একটি মডেল ডেইরি ফার্মিং দেখানোর জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের গত ৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে 'গবাদি ও দুগ্ধজাত উন্নয়ন খামার, ফরিদপুর পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিদর্শনের শুরুতেই উক্ত খামারের গবেষণাগার দেখানো হয় এবং খামারের উপপরিচালক জনাব অরুন কুমার সাহা প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে মডেল ফার্মিং সম্পর্কে এক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

যেখানে তিনি- গবাদিপশুর সুষম খাবার তৈরির পদ্ধতি ও বিভিন্ন খাবার মিক্সিংয়ের শতকরা হার, বিভিন্ন প্রকার ঘাসের চাষাবাদ, সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি, প্রাণির বাসস্থান তৈরির আধুনিক পদ্ধতি, বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য রিফেক্টোমিটার, ল্যাকটোমিটার, পিএইচ মিটার ও গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন সর্ম্পকে বিশদ আলোচনা করেন। রিফ্রেক্টোমিটার, ল্যাকটোমিটার, পিএইচমিটার এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে দেখানো হয়। যা প্রশিক্ষণার্থীদের মনে এক নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার ঘটায়।

পরিদর্শনের দ্বিতীয় পর্বে - খামারের ফুড গোডাউন দেখানো হয়। যেখানে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের মাধ্যমে (যেমন-ভূট্টা, সয়াবিন মিল, ভূষি, চালের কুড়া, লাইম স্টোন, রাইস পলিশ, প্রোটিন কনসেনট্রেট, তিলের খৈল ইত্যাদি) গবাদিপশুর খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া দেখানো হয়। পরিদর্শনের তৃতীয় পর্বে - প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রকারের গরুর শেড দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেডগুলো তৈরির বিভিন্ন খুটিনাটি যেমন- গরুর দানাদার খাবার, ঘাস ও পানি খাওয়ানোর পদ্ধতি, শেড পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শেডের উচ্চতা, শেডের সামনে উন্মুক্ত স্থান রাখার প্রয়োজনীতা হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

পরিদর্শনের চতুর্থ ও শেষ পর্বে - উপপরিচালক অরুন কুমার সাহা বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস (ওটস, পাকচং, রেড পাকচং, জাম্বু, জার্মান, ভূট্টা, পারা, নেপিয়ার ইত্যাদি) প্রশিক্ষণার্থীদের ঘুরিয়ে দেখান এবং ঘাসগুলোর গুণাগুণ ও উৎপাদন পদ্ধতি সরাসরি দেখানোর মাধ্যমে পরিদর্শন শেষ হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের দলগত উপস্থাপনা ও টিম বিল্ডিং গেমস

প্রশিক্ষণে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষকদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। মিউজিক্যাল গেমসের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রতিদিন প্রশিক্ষণ সারমর্ম উপস্থাপন করেছেন। 'প্রাণিসম্পদে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার এক দশক' এবং 'এন্টিমাক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) এর ক্ষতিকার প্রভাব ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক দুইটি দলগত উপস্থাপনা প্রশিক্ষণের সপ্তম ও শেষ দিনে উপস্থাপিত হয়। যা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রেজেন্টেশন দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন টিম বিল্ডিং গেমসে অংশগ্রহণ প্রশিক্ষণের গুনগত মান বৃদ্ধিতে যেমন ভূমিকা রেখেছে তেমনি প্রশিক্ষণার্থীদেরও দলগত কাজের গতি বজায় রাখার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ঃ

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গবাদিপশু ও হাসঁ-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা ও এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী জ্ঞান ও পরবর্তী জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ২০টি প্রশ্ন

সম্বলিত ১০০ নম্বরের প্রাক ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণের প্রথম ও শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মূল্যায়নের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রাক মূল্যায়নে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৭০ (সত্তর) যেখানে চূড়ান্ত মূল্যায়নে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৯০ (নব্বই)। প্রাক মূল্যায়নের গড় নম্বর ছিল ৩৯ (উনচল্লিশ) যেখানে চূড়ান্ত মূল্যায়নের গড় নম্বর ছিল ৭০ (সত্তর)। চূড়ান্ত মূল্যায়নে ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৯ (নয়) জনের নম্বর ছিল ৮৫ (পঁচাশি) এর উপরে। উক্ত প্রাক ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন, দলগত উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণে সার্বিক অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে আল ইমরান, রাজু মিয়া, সুরাইয়া সুলতানা, শামীমা নাছরিন, নকুল চন্দ বিশ্বাস কে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এছাড়াও প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে ৮টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি মূল্যায়ন প্রশিক্ষণের শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ৯৫% প্রশিক্ষনার্থী বলেছে, এই প্রশিক্ষণটি তাদের ভবিষ্যত জীবনে অনেক কাজে লাগবে, ৮৫% বলেছে, তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণের মান ভাল ছিল এবং ৯০% বলেছে, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান তারা অবশ্যই তাদের প্রতিবেশীদের জানাবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের নিবন্ধিত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার শপথ ঃ

প্রশিক্ষণের শেষ দিন ০৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রশিক্ষণ সমাপনী অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ ও নিবন্ধিত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার

শপথ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আম্বিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে উক্ত সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মনিরুজ্জামান মনির ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান খোদেজা বেগম। সমাপনী অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন মোঃ নাজিউর রহমান, উপজেলা ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর (ইউডিএফ), ইউজিডিপি, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

সমাপনী অধিবেশনে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ খায়ের উদ্দীন আহমেদ এই প্রশিক্ষণ আয়োজনে দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য মোঃ আবুল কালাম আজাদ, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আম্বিয়া সুলতানা সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষে সুরাইয়া খাতুন বলেন-"উক্ত প্রশিক্ষণটি খুব ভালো ছিল। এই প্রশিক্ষণটি থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। এ ট্রেনিং এ না আসলে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারতাম না। এএমআর এর ভয়াবহতা বিষয়টি প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে"।

প্রশিক্ষণার্থী তপন কবিরাজ বলেন-" এই প্রশিক্ষণটি নিয়ে আমার জ্ঞান ফিরে পাইছি। আমি খুব অজ্ঞানী ছিলাম অর্থ্যাৎ এই প্রশিক্ষণে এসে শুধু এন্টিবায়োটিক কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জানতে পেরেছি। খামার কিভাবে টেকসই করা যায় তাও জানতে পেরেছি"।

প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষে আখি আক্তার বলেন-"এই প্রশিক্ষণ থেকে আমি এমন অনেক বিষয় জানতে পেরেছি যা সর্ম্পকে আমার ধারনা ছিল না। বিশেষ করে এন্টিমাক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বা এন্টিবায়োটিকের অযাচিত ব্যবহার সম্পর্কে। আমার ছোট্ট বাচ্চাটি কিছুদিন পূর্বে অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখিয়ে এ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াই কিন্তু ৭ দিনের কোর্স থাকলেও দুই দিন এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করলে তা বন্ধ করে দেই। এখন আমি বুঝতে পারছি এটা কতটা ভুল ছিল। আমি চাই এই প্রশিক্ষণটি শুধু উপজেলা পর্যায়ে না হয়ে ইউনিয়ন পর্যায়েও হোক। এতে করে এএমআর এর ভয়াবহতা সর্ম্পকে সবাই জানতে পারবে"।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন-"দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে উপজেলা পরিষদের এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং এন্টিমাক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স মোকাবেলায় আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে"।

সভাপতির বক্তব্যে আম্বিয়া সুলতানা বলেন 'এটি একটি নতুন ধরনের প্রশিক্ষণ, এই প্রশিক্ষণের ফলে খামারিদের পাশাপাশি জনসাধারণও উপকৃত হবে। এএমআর-এর ক্ষতিকারক প্রভাব ও আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা নিয়ে এই ধরণের আরো প্রশিক্ষণ আয়োজনের উপর গুরুত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেন"। বক্তব্য শেষে প্রশিক্ষণার্থী ও উপস্থিত সকল অতিথিকে নিবন্ধিত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার নিম্নোক্ত শপথ পাঠ করান -

"আমি শপথ করিতেছি যে, কোনো রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ বা ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করব না। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শে এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে, অবশ্যই ডোজ পূর্ণ করব। প্রাণির ক্ষেত্রেও, রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করব। অপ্রয়োজনে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্যও এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করব না। নিজে ও বাড়ির অন্যান্য সদস্য এবং প্রতিবেশীদেরও এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বিষয়ে সচেতন করব"।

মূল্যায়নে শ্রেষ্ঠ পাঁচজন প্রশিক্ষণার্থীকে পুরস্কার ও সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণটির সমাপ্তি ঘটে।

উক্ত প্রশিক্ষণে ডাঃ ফজলুল হক সরদার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, রাজবাড়ী; অরুন কুমার সাহা, উপপরিচালক, গবাদি ও দুগ্ধজাত উন্নয়ন খামার, ফরিদপুর; ডাঃ খায়ের উদ্দীন আহমেদ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা; ডাঃ অচিন্ত কুমার বিশ্বাস, আব্দুল মাজেদ সরদার, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা; বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন মোঃ নাজিউর রহমান, ইউডিএফ, ইউজিডিপি, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।